গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
অপারেশন ও সমন্বয় শাখা

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের ডিসেম্বর/২২ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
সভার তারিখ	২১ ডিসেম্বর/ ২০২২
সভার সময়	সকাল ১০:৩০ ঘটিকা
স্থান	জুম প্লাটফর্মে
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, আপনারা জাননে যে, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) গত অর্থবছরে এপিএ বাস্তবায়নে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল। গতকাল ছিল তার পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান এবং অনুষ্ঠানে আপনাদের পক্ষে আমি পুরষ্কার গ্রহণ করেছি। সভাপতি বলেন, এ পুরস্কার অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে এবং তিনি উল্লেখ করেন যে, জিএসবি যাতে সামনের অর্থবছরে প্রথম স্থান অধিকার করতে পারে সকলকে সে মোতাবেক কাজ করতে হবে। এছাড়াও এ অর্জনের জন্য তিনি অধিদপ্তরের সকলের প্রতি অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং সভাকে উদ্দেশ্য করে বলেন এ অর্জনের পুরো কৃতিত্ব আপনাদের। অতঃপর সভাপতি ডিসেম্বর/২২ মাসের সমন্বয় সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

২। সভাপতি পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী নিয়ে কোন সদস্যের মতামত বা অবজারভেশন আছে কিনা জানতে চাইলে জনাব আবদুল বাকী খান মজলিশ, উপমহাপরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন যে, কাযবিবরণীর ৩.৫ এ বিদ্যমান কমিটির বিষয়ে নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে কথাটি ভুলভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে গবেষণা প্রস্তাবগুলোর বাছাই প্রক্রিয়ার বিষয়ে নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে যে, প্রস্তাবগুলো কিসের ভিত্তিতে সিলেকশন করা হচ্ছে। সংশোধন গৃহীত হয় এবং আর কোনো মতামত বা অবজারভেশন না থাকায় সর্বসম্মতিতে গত ২৪-১১-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত নভেম্বর/২২ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) কার্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা শুরু করেন।

৩। গত ২৪-১১-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয় এবং উপস্থিত কর্মকর্তাগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা
ভূবিজ্ঞান সংক্রান্ত			

৩.১।	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বহিরংগন সম্পর্কিত আলোচনায় জনাব মোঃ কামরুল আহসান, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ও শাখাপ্রধান, অপারেশন ও সমন্বয় বহিরংগনের সার্বিক বিষয়ে বলেন, চলতি অর্থবছরে এপিএতে ১২টি কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত আছে। ইতোমধ্যে ৩টি সম্পন্ন হয়েছে এবং ৪টি কর্মসূচি চলছে। এগুলোর মধ্যে পরিবেশ ভূতত্ত্ব ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা শাখা থেকে সুনামগঞ্জ জেলায় পরিবেশ বিপর্যয় এলাকাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও দুর্যোগ প্রশমনে সম্ভাব্য ব্যবস্থা নিরুপণ বহিরংগন কর্মসূচিটি চলছে। উপকূলীয় ও সামুদ্রিক ভূতত্ত্ব শাখা থেকে একটি টিম বহিরংগনে কাজ করছে। এ কাজটির অগ্রগতির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখাপ্রধান জনাব আবদুল আজিজ পাটওয়ারী, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, দলটি খুলনা জেলার পাইকগাছাতে কাজ করছে এখন চপিং এর কাজ করা হচ্ছে এবং তাদের কাজ পরিকল্পনামাফিক চলছে। পরিচালক, অপারেশন ও সমন্বয় বলেন যে, ভূ-রসায়ন ও পানিসম্পদ শাখা থেকে একটি দল ঢাকা জেলার কেরানিগঞ্জে এবং স্তরতত্ত্ব ও জীবস্তরতত্ত্ব শাখা থেকে একটি দল কক্সবাজার জেলার উখিয়াতে বহিরংগন কাজ বাস্তবায়ন করছে। সভায় সভাপতি ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন ও কোয়াটারনারি ভূতত্ত্ব শাখার বহিরংগন কাজের বিষয়ে চানতে চান এবং বলেন এটি মন্ত্রণালয়ের এপিএতে অন্তর্ভুক্ত। অতএব এ কাজটি অতিদ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখার শাখাপ্রধান জনাব নাসিমা বেগম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, এ কাজের প্রস্তাবনা জানুয়ারির ১ তারিখে দেয়া হয়েছিল তবে বহিরংগন কর্মসূচি কমিটি ফেব্রুয়ারিতে নির্ধারণ করেছে। এ বিষয়ে জনাব আবদুল বাকী খান মজলিশ, উপমহাপরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন পাহাড়ি এলাকায় ছড়ার ভিতর দিয়ে কাজ করতে হয়। আর বর্ষা পরবর্তীতে ছড়ার পাশ দিয়ে প্রচুর ঝোপ ঝাড়ের সৃষ্টি হয় তাই শীতের শেষের দিকে গেলে সুবিধা হলো যে, সে সময় এ ঝোপঝাড়গুলো থাকে না ফলে কাজের জন্য সহায়ক হয়। সভাপতি বলেন, কাজটি যেহেতু মন্ত্রণালয়ের এপিএ'র অন্তর্ভুক্ত আর আবহাওয়া পরিবর্তনের দরুন যেকোন বিরুপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। তাই ঝুঁকি না নিয়ে কাজটি যত দ্রুত সম্ভব সম্পন্ন করতে হবে এবং তিনি আগামী ১০ জানুয়রির মধ্যে ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন টিমকে বহিরংগন কাজের জন্য প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করেন।	ক) বহিরংগন কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। খ) ১০ জানুয়রির মধ্যে ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন টিমকে বহিরংগনে গমন করতে হবে।	পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখাসহ সকল শাখা।

৩.২।	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এপিএ সংক্রান্ত আলোচনার শুরুতে জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) গত অর্থবছরে এপিএতে জিএসবি ৩য় স্থান অর্জন করায় সকলের পক্ষ থেকে মহাপরিচালকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং বলেন মহাপরিচালকের সুযোগ্য নেতৃত্ব ও সার্বক্ষণিক দিকনির্দেশনার জন্য এ অর্জন সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন যে, চলতি অর্থবছরে এপিএ অগ্রগতি পরিবল্পনামাফিক চলছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সঠিকভাবে চলছে এবং ১৫টি সেমিনারের মধ্যে মোট ১৩টি সেমিনার সম্পন্ন হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, শুধু মাঠপর্যায়ে জনসচেতনতামূলক ৬টি সভা/কর্মশালা করার যে কথা রয়েছে সেটা অদ্যাবধি শুরু করা সম্ভব হয়নি। সিটিজেন চার্টার ও জিআরএস-এর সভাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, জিএসবি'র কার্যক্রম সম্পর্কে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা নামক কর্মসূচিতে ৫ পয়েন্ট রয়েছে। এটা কীভাবে করা যায় এ সম্পর্কে মহাপরিচালকের সাথে আলোচনা করা প্রয়োজন। তিনি উল্লেখ করেন তার ব্যক্তিগত মতামত হলো স্কুল লেবেলের কোন প্রতিষ্ঠানে গিয়ে জিএসবি ও ভূতাত্ত্বিক বিষয়ে উপস্থাপনা দেয়া। যেটা একটা ফলপ্রসু প্রচারণা হতে পারে এবং লিফলেট বিতরণের চেয়েও ভালো হবে বলে ধারনা করা যায়। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন এপিএ টিম আলোচনা করে ধরণ নির্ধারন করবে যে, কীভাবে প্রচারণা করলে বেশি ভালো হবে। পরিচালক, অপারেশন ও সমন্বয় কর্মচারীদের সঞ্জীবনী ট্রেনিংয়ের বিষয় উল্লেখ করে বলেন যে, মন্ত্রণালয় এ ট্রেনিংয়ের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করছে। সেক্ষেত্রে জিএসবি থেকেও সঞ্জীবনী ট্রেনিংয়ের উদ্যোগ নেয়া যায় কিনা। সভাপতি এ খাতের বাজেটের বিষয়ে জানতে চাইলে বলা হয় ট্রেনিং খাতে বাজেট রয়েছে। অতঃপর সভাপতি ট্রেনিংয়ের উদ্যোগ গ্রহণে মত প্রদান করেন। জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, জিএসবি বগুড়া ক্যাম্প অফিসে ৩০ জনের মতো কর্মচারী কর্মরত আছে, যারা নিয়মিত প্রশিক্ষণের আওতায় আসতে পারে না। যেহেতু সকল জনবল প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে, সেক্ষেত্রে জিএটিসি'র পক্ষ থেকে কয়েকজন সেখানে পাঠিয়ে একটা প্রশিক্ষণ কোস পরিচালনা করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন, এটা একটা ভালো প্রস্তাব এবং আপনারা সেখানে গিয়ে ট্রেনিংয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) আরও বলেন ই-নথির ব্যবহার গত মাসে ছিল ৭৬% এ মাসে ২% বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৭৮%, তবে এ ক্ষেত্রে আরও অগ্রগতি করতে হবে কারণ ই-নথির ব্যবহারে আমাদের টার্গেট ৮৫%। সভাপতি সকলকে ই-নথির ব্যবহার আরও বৃদ্ধি করতে নির্দেশ প্রদান করেন এবং বলেন কোন কোন শাখার ই-নথির ব্যবহার কম তাদের তাগাদা প্রদান করতে হবে।	ক) মাঠ পর্যায়ে জনসচেতনতামূলক সভা/কর্মশালা করতে হবে। খ) জিএসবি বগুড়া ক্যাম্প অফিসের কর্মচারীদের ট্রেনিংয়ের আওতায় আনতে হবে। গ) সঞ্জীবনী ট্রেনিংয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ঘ) ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।	এপিএটিমসহ সকল শাখা
প্রশাসনিক আলোচনা			

৩.৩।	কর্মকর্তা নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে জনাব মো: কামরুল আহসান, পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বিপিএসসি কর্তৃক ২৩টি পদের নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ১৫টি পদের জন্য ৪৪ জন এবং সহকারী পরিচালক (ভূপদার্থ) ৮টি পদের জন্য ৫২ জনকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। মৌখিক পরীক্ষার বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে তারা জানায় ৪১তম বিসিএস এর মৌখিক পরীক্ষার কারণে সকল সম্মানীত সদস্য ব্যস্ত থাকায় সিডিউল পাওয়া যাচ্ছে না। সভাপতি এ বিষয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার জন্য মত প্রদান করেন।	নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।	অপারেশন ও সমন্বয় শাখা
	বিবিধ আলোচনা		
৩.৪	প্রকল্প বিষয়ক আলোচনায় পরিচালক, অপারেশন ও সমন্বয় বলেন, নরওয়ের সাথে পূর্বে সাক্ষরিত মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং (এমওইউ) এর মেয়াদ বৃদ্ধির নিমিত্তে মন্ত্রণালয়ে অনুমোদন পাওয়া গেছে। সভাপতি এমওইউ (MoU) স্বাক্ষরের পরবর্তী কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করেন। পরিচালক, অপারেশন ও সমন্বয় বলেন জার্মানদের সাথে নতুন করে প্রকল্পের জন্য জনাব আলী আকবর, পরিচালক (ভূতত্ত্ব)-এর সভাপতিত্বে টিএপিপি তৈরির কাজ চলছে। তিনি বলেন, প্রকল্পতে জিএসবি থেকে সংযুক্ত কোনো ব্যক্তি/প্রকল্প প্রধান-এর জন্য প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালনা/অংশগ্রহণের জন্য যানবাহনের সুবিধা রাখা হয়না। ফলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাজে তাদের অফিসের গাড়ি ব্যবহার করতে হয়। এমনিতেই অফিসে গাড়ি অপ্রতুল এবং অধিকাংশ গাড়ি ত্রুটিপূর্ণ ও পুরাতন। প্রকল্পে গাড়ির সংস্থান করা হলে অফিসের বাহনের উপর চাপ কমতো, সেই সাথে সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক অফিসের জ্বালানি খরচও কমানো যেতো। জনাব মো: আলী আকবর, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, টিএপিপি বিষয়ে এটা তার প্রথম অভিজ্ঞতা। তিনি জানান জার্মানদের সাথে ইতোমধ্যে ৫টি প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে। টিএপিপি পুরোটাই জার্মানদের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং সবকিছু তাদের পরিকল্পনামাফিক হয়। জিএসবিকে বলা হয় ডেভেলপমেন্ট পার্টনার, যেখানে জিএসবিকে তার প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে আসতে হয় এবং জার্মানরা তাদের পরিকল্পিত আইডিয়াটি বাস্তায়ন করে।	ক) নরওয়ের সাথে পূর্বে সাক্ষরিত মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং (এমওইউ) স্বাক্ষর সম্পন্ন করতে হবে। খ) জার্মানদের সাথে আসন্ন প্রকল্পের টিএপিপি প্রণয়ন করতে হবে।	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ

৩.৫	জনাব আবদুল বাকী খান মজলিশ, উপমহাপরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন জিএসবি'র কর্মকর্তাদের প্রস্তাবিত গবেষণা প্রস্তাব বাছাই করার জন্য সভা করা হয়েছে। গবেষকদের নিজ প্রস্তাবনার উপর উপস্থাপনা প্রদান করতে বলা হয়েছে। মহান বিজয় দিবস-২০২২ উদযাপনজনিত ব্যস্তার কারণে উপস্থাপনা পিছিয়ে দেয়া হয়েছে এবং আজকে গবেষণা প্রস্তাবগুলোর উপস্থানা অনুষ্ঠিত হবে। সভাপতি উপস্থাপনার পর প্রস্তাবগুলো সঠিকভাবে বাছাইয়ের নির্দেশনা প্রদান করেন। জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, গবেষণা খাতের অনুকুলে পূর্বে যেসব গবেষণা অনুমোদন করা হয়েছে সেগুলোর অগ্রগতি বা ফলাফল সম্পর্কে উপস্থাপনার মাধ্যমে অবহিত করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সভাপতি একমত পোষণ করেন এবং উপস্থাপনা নেয়া যেতে পারে বলে মতামত ব্যক্ত করেন। উপমহাপরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, গবেষণার বিষয়ে তৈরিকৃত নীতিমালায় দুটি কমিটির কথা বলা আছে। একটি যাচাই বাছাই কমিটি অন্যটা মূল্যায়ন কমিটি। বর্তমানে নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি বর্ধিত কাজ হিসেবে যাচাই বাছাইয়ের কাজ করছে। মূল্যায়ন কমিটি না থাকায় গবেষণা কাজের মূল্যায়ন/তত্ত্বাবধান করা সম্ভব হচ্ছে না, এমনকি রিপোর্টও জমা নেয়া যাচ্ছে না। সভাপতি বলেন শুধু কমিটির সংখ্যা না বাড়িয়ে বিদ্যমান কমিটি গবেষণা প্রস্তাব যাচাই-বাছাই ও মূল্যায়নসহ সার্বিক দায়িত্ব পালন করবে এবং সে মোতাবেক অফিস আদেশও করে দেয়া হবে। এবং তিনি জানতে চান যে, এ ক্ষেত্রে কোন জটিলতা রয়েছে কিনা। উপমহাপরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, সেক্ষেত্রে নীতিমালা সেভাবে প্রণয়ন করতে হবে।	ক) গবেষণা প্রস্তাবগুলো যাচাই বাছাইপূর্বক অনুমোদন দিতে হবে খ) পূর্বে অনুমোদিত গবেষণাগুলোর প্রস্তুতি সাপেক্ষে উপস্থাপনা গ্রহণ করতে হবে।	প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখা এবং গবেষণা প্রস্তাব যাচাই বাছাই কমিটি।

৪। সভায় আর কোনো আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

স্মারক নম্বর: ২৮.০৫.০০০০.০০০.০৬.০০৪.১৮.২

তারিখ: ২১ পৌষ ১৪২৯
০৫ জানুয়ারি ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

২) উপ-মহাপরিচালক (ভূতত্ত্ব) , উপ-মহাপরিচালক এর দপ্তর , বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

৩) জিএসবি'র শাখা প্রধানগণ

৪) পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ও প্রকল্প পরিচালক, GeoUPAC, মহাপরিচালকের দপ্তর, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

৫) মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, মহাপরিচালকের দপ্তর , বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

মোঃ কামরুল আহসান
পরিচালক (ভূতত্ত্ব)